Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

সোমবার the ৩১ day of অক্টোবর **, ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৪৯১/২০১৩

সংগীতা দেব Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ, ২০/০৫/২০১৯ খ্রিঃ, ২৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ; ১০/০৩/২০২২ খ্রিঃ; ৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ; ও ০২/০৮/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব টিপু কুমার নাথ ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার **চন্দনাইশ** থানাধীন **পাঠানদন্ডী** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৬৩ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন রামচরণ পালের

পুত্র **মেঘবরণ পাল** । উক্ত মেঘবরণ পাল আর এস ৪৮৬৪/৪৮৩৮ দাগের ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে ০২ পুত্র বিপিন চন্দ্র ও পূর্ন চন্দ্র পাল মালিক হয়। পূর্ণচন্দ্র পাল মরনে তৎ স্বত্ব এক পুত্র খোকা পাল প্রঃ রাম মানিক্য পাল প্রাপ্ত হয়। বিপিন চন্দ্র ও খোকা পাল প্রঃ রাম মানিক্য পাল বিরোদীয় দাগে তাদের প্রাপ্ত সমুদয় ভূমি ২২/১১/১৯৪২ ক্রিঃ তারিখে ৫৬৪৬ নং কবলামুলে শ্রীমতি প্রভাবতি রক্ষিত বরাবর হস্তান্তর করেন।

রাম মানিক্য পাল ওয়ারীশসূত্রে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় কবলাদাত্রী আলো রানী চৌধরীরর শ্বাশুড়ী কুঞ্জ রানী চৌধুরী বিগত ১৯৭৩ সনের ৫১ নং অপর মামলায় নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করলে ০১/০৮/১৯৭৭ ইং তারিখে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। তৎ প্রেক্ষিতে রামমানিক্য পাল চিরতরে নিঃস্বত্ববান হন। কুঞ্জ রানী চৌধুরী উক্ত সম্পত্তি ২৬/০৬/১৯৮০ ইং তারিখে ২৭২৯ নং দানপত্র মূলে হস্তান্তর করেন। অতপর আবেদনকারীর পূর্ববর্তী কবলাদাত্রী তাহার খরিদা ও দানসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিগত ২১/০৩/১৯৯৬ ইং তারিখে ৪০০০ নং কবলামুলে দরখাস্তকারীর স্বামী শংকার দেবের নিকট বিক্রয় পূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। আবদেনকারীর স্বামী শংকর দেব ২০১১ সনে মৃত্যুবরণ করায় আবেদনকারী একমাত্র ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সরকার ভি.পি মামলা নং- ২৯৯/৭৬-৭৭ এবং ভিপি মামলা নং -৯১/৭৪-৭৫ মূলে নালিশী সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে ক শ্রেনীভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে। প্রার্থীক খরিদসূত্রে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। যাহা চন্দনাইশ থানার 'ক' তালিকার গেজেটের ৬৩ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত। সরকার ভিপি মামলা নং ২৯৯/৭৬-৭৭ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) প্রার্থীগন তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **সংগীতা দেব** (Pt.W.1) কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ১০ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **রঞ্জন কুমার দেব** (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

সংগীতা দেব (Pt.W.1) এবং **রঞ্জন কুমার দেব** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রথমেই আমি প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করিব। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 হিসাবে প্রার্থীক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি যে জবানবন্দি প্রদান করেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, আর এস ৫৩৪ নং খতিয়ানের আর এস ৪৮৬৪ দাগের ১৩ শতক ভূমি মেঘবরণ প্রাপ্ত হয়। মেঘবরণ মরনে পুত্র বিপিন ও পূর্নচন্দ্র প্রাপ্ত হয়। পূর্ণচন্দ্র মরনে পুত্র রাম মানিক্য পাল পায়। বিগত ২২/১০/১৯৪২ ইং তারিখে ৫৬৬৪ নং কবলামুলে প্রভাবতী রক্ষিত বরাবর ৪৮৬৪ দাগের সমুদয় সম্পত্ত হস্তান্তর করেন। প্রভাবতী রক্ষিত উক্ত সম্পত্তি ১৩/০৯/১৯৬৮ ইং তারিখে ৪৮৩২ নং কবলামুলে কুঞ্জ রানী চৌধুরী বরাবর বিক্রয় করেন। কুঞ্জ রানী চৌধুরী ১৯৭৩ সনে ৫১ নং অপর মামলা আনয়ন করলে ০১/০৮/১৯৭৭ ইং তারিখে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। কুঞ্জরানী ২৭২৯ নং দানপত্র কবলামুলে পুত্রবধূ আলো রানী চৌধুরী বরাবর দান করেন। আলো রানী চৌধুরী উক্ত সম্পত্তি ৪০০ নং কবলামুলে স্বামী শংকর দেব বরাবর বিক্রয় করেন। বিধায় নালিশী ভূমি ক তফসিলভূক্ত হতে অবমুক্তি পাওয়ার হকদার। শংকর দেব মরনে আবেদনকারী স্ত্রী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

Pt.W.1 তার জেরায় বলেন যে, নালিশী সম্পত্তি মোট ১৯ শতক। দুই ক্রমিকে আর এস খতিয়ানের মালিক মেঘবরণ ছিল। গেজেটে কার নাম আসে তা খেয়াল নেই। তিনি বলেন যে তিনি খরিদসূত্রে দাবি করেন। তিনি বলেন যে তিনি ১৯ শতক ভূমি খরিদ করেছেন। সরকারপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি তিনি নালিশী সম্পত্তিরদাগ খতিয়ান বলতে না পারায় নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির অধিকারী নন মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষে Op.W.1 হিসাবে **চান্দনাইশ** থানার **জোয়ারা** ভূমি অফিসের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দিতে বলেন, নালিশী ভূমির আর এস রেকর্ডী মালিক ও তাদের ওয়ারীশগণ পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারত চলে যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তি ক তফসিল সম্পত্তি হিসাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়। ৬৩ ও ৬৫ নং ক্রমিকে অর্ন্তভূক্ত হয়। সরকার ২৯৯/৭৬-৭৭ ও ১৯/৭৪-৭৫ নং নথিমূলে জনৈক ব্যাক্তি কে একসনা ইজারা দেয়। নালিশী ভূমি সরকারী সম্পত্তি । প্রার্থীপক্ষ তা ফেরত পাবে না। প্রতি পক্ষে দাখিলী মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতাপত্র **(প্রদর্শনী- ক)** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে, প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি এই সাক্ষীকে প্রার্থীপক্ষের কেস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই সাক্ষী কিছু জানেন না মর্মে বলেন। তিনি বলেনন যে নালিশী সম্পত্তির ইজারা

গ্রহীতা কে তিতি তা জানেন না। নালিশী সম্পত্তি সরকারের নয় এবং প্রার্থীপক্ষ ভোগদখলে আছে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আর এস ৫৩৪ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী- ৪** হতে দেখা যায়, আর এস ৪৮৬৪ দাগে ১৩ শতক ভূমি মন্তব্যকলাম দৃষ্টে মালিক ছিল মেঘবরণ। একইভাবে আর এস ৭৩৮ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী- ৪(ক)** হতে দেখা যায় উক্ত খতিয়ানে ৪৮৩৮ দাগে ০৬ শতক সম্পত্তি মেঘবরণ ।।. (আট আনা) অংশে মালিক ছিলেন। প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় বিগত ২২/১২/১৯৪২ খ্রিঃ তারিখে ৫৬৪৬ নং কবলা **(প্রদর্শনী-৬)** প্রকাশিত মতে, মেঘবরনের পুত্র বিপিন চন্দ্র এবং অপর পুত্র পূর্নচন্দ্রের নাবালক পুত্র রাম মানিক্য পাল নালিশী ৪৮৬৪ ও ৪৮৩৮ দাগে (১৪ + ৬) = ২০ শতক ভূমি প্রভাবতী রক্ষিত বরাবর হস্তান্তর করেন। অর্থাত উক্ত কবলামুলে নালিশী দাগের সমুদয় ভূমি হস্তান্তরিত হয়। প্রভাবতী রক্ষিত পরবর্তীতে উক্ত ১০ গন্ডা বা ২০ শতক ভূমি ১৩/০৯/১৯৬৮ ইং তারিখে কবলামুলে কুঞ্জ রানী চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। **প্রদর্শনী- ৭** পর্যালোচনায় উক্তরুপ বিক্রয়ের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। অপর ৫১/১৯৭৩ নং মামলার ১৬/০৫/১৯৭৩ ইং তারিখে প্রকাশিত ডিক্রীর সি.সি **প্রদর্শনী-৮** পর্যালোচনায় দেখা যায়, কুঞ্জ রানী চৌধুরী তাহার খরিদা ২০ শতক ভূমি সংক্রান্তে রাম মানিক্য পাল সহ অপরাপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উক্ত ডিক্রী হতে এরুপ প্রতীয়মান হয়, নালিশী দাগের সম্পত্তিতে রাম মানিক্য পাল বা অপরাপর শরীকানদের আর কোন স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল না। প্রদর্শনী -৯ হতে দেখা যায়, কুঞ্জ রানী চৌধুরী নালিশী দাগের উক্ত ২০ শতক ভূমি সহ অপরাপর ভূমি ২৬/০৬/১৯৮০ খ্রিঃ তারিখে পুত্র বধূ শ্রীমতি আলো রানী চৌধুরী বরাবর দানপত্র মূলে হস্তান্তর করেন। উক্ত আলো রানী চৌধুরী নালিশী আর এস ৪৮৬৪ দাগে ১৩ শতক এবং আর এস ৪৮৩৮ দাগে ৬ শতক এ মিলে সর্বমোট ১৯ শতক ভূমি দরখাস্তকারীর স্বামী শংকর দেব বরাবর বিক্রয়মূলে হস্তান্তর করেন। **প্রদর্শনী-১০** পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর স্বামী শংকর দেব নালিশী দাগে (১৩ + ৬) = ১৯ শতক ভূমিতে খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন।

নালিশী সম্পত্তির বি এস খতিয়ান নং ১০৫২ **(প্রদর্শনী- ৫)** পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী বি এস ৬০৫৩ দাগে ১৩ শতক এবং বি এস ৬০৭৩ দাগে ৬ শতক ভূমিতে মালিক ছিল প্রভাবতী রক্ষিত এবং রাম মানিক্য পাল যাদের কে ভারতবাসী দেখানো হয়েছে এবং তাদের উক্ত সম্পত্তি ভেস্টেড এন্ড নন রেসিডেন্ট প্রপার্টি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত সরকারী গেজেট **(প্রদর্শনী-২)** পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত ৬০৫৩ ও ৬০৭৩ দাগের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল। বি এস রেকর্ড দৃষ্টে যদিও মালিক প্রভাবতী রক্ষিত ও রাম মানিক্য পাল ছিল কিন্তু গেজেটে মালিক হিসাবে কিরণ চৌধুরী গং কে দেখানো হয়েছে যাহা নিতান্তই ভুল হয়েছে। উক্ত দুই দাগে কিরণ চৌধুরী গং দের কোন স্বত্ব স্বার্থ ছিল না।

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বি এস জরিপের পূর্বে বি এস রেকর্ডী প্রভাবতি রক্ষিত ও রাম মানিক্য পাল উভয়ে নালিশী দাগে তাদের সমুদয় স্বত্ব হস্তান্তর করেছিলেন। রাম মানিক্য পাল ২২/১২/১৯৪২ ইং তারিখে **প্রদর্শনী-৬** মূলে এবং প্রভাবতী রক্ষিত **১৯৬৮** ইং সনে **প্রদর্শনী-৭** মূলে নালিশী দাগভুমি হস্তান্তর করেছিলেন। তথাপি বি এস জরিপ আমলে তাদের নামে নালিশী দাগের সম্পত্তি ভেস্টেড এন্ড নন রেসিডেন্ট সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড হওয়া নিতান্তই ভুল ছিল। নালিশী সম্পত্তি প্রকৃত মূল মালিকের নিকট হতে হস্তান্তর পরম্পরায় দরখাস্তকারীর স্বামী শংকর দেব মালিক দখলকার হন। যেহেতু নালিশী সম্পত্তি প্রার্থীকের স্বামী খরিদসূত্রে মালিক দখলকার ছিলেন এবং প্রার্থীক বাংলাদেশে বসবাসকারী নালিশী সম্পত্তির মূল মালিকের ওয়ারীশ সুতরাং প্রার্থীক উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী বলে আমি মনে করি।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা **১**-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হল। নালিশী বি এস **১০৫২** নং খতিয়ানের ৬০৫৩ দাগের আন্দর .১৩ শতক এবং ৬০৭৩ দাগের .৬ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য **১**-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি **১** নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল ও
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল ও
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।